দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB. 23 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

পাতা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

# দুই হাজার একুশ সালে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত জাতি হিসাবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি পালন করতে চাই

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন।

মঙ্গলবার বিকালে ঐতিহাসিক পল্টনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এই আলোচনা সভায় তিনি বলেন, দুই হাজার একুশ সালে আমরা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত জাতি হিসাবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তি পালন করতে চাই। এ জন্য এখন থেকেই আমাদের সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। তিনি দলমত নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাসভায় আরও বক্তৃতা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ভাষাসৈনিক গাজীউল হক, সরদার ফজলুল করিম, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আবদুল জলিল এবং নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। কবিতা আবৃত্তি করেন সৈয়দ শামসুল হক, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ এবং আসাদুজ্জামান নূর। সঙ্গীত, আলোচনা এবং আবৃত্তির মাধ্যমে সাজানো অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের একঝাঁক শিল্পী। আলোচনা শেষে দেশের বরেণ্য শিল্পীদের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন দলের প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগের এই আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য পল্টনে নির্মাণ করা হয় বিরাট প্যান্ডেল। তৈরি করা হয় সুদৃশ্য মঞ্চ। ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানা এবং ওয়ার্ড থেকে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন মিছিল নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এ সময় নিরাপত্তা কর্মীরা সভাস্থল থেকে ছোরাসহ দুই তরুণকে গ্রেফতার করেছে। অনুষ্ঠানে আগত অধিকাংশ নারী-পুরুষ একুশে ফেব্রুয়ারির শোক প্রদর্শনের জন্য কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আজ অনেকে অনেক ধরনের কথা বললেও '৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি নির্ধারণ করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। তাঁরই

*(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)*

## দুই হাজার একুশ সালে

*(১২-এর পাতার পর)*

দাবিতে তিনি জেলখানায় অনশন পর্যন্ত করেছিলেন। শাসকগোষ্ঠী অবস্থা বেগতিক দেখে সে সময় তাঁকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, আওয়ামী লীগ কখনও বাঙালী জাতিকে বঞ্চিত করেনি। জন্মলগ্ন থেকেই দলটি বাঙালী জাতির অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে গেছে। এখন আমাদের ওপর অর্থনৈতিক মুক্তির এক বিরাট দায়িত্ব পড়েছে। আমাদের এবারের আন্দোলন হবে অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, আমরা শুধু এই গৌরবের দিবসটি পালন করেই শান্ত হব না, মানব জাতির কল্যাণে আরও অবদান রাখার জন্য কাজ করে যাব।

জিল্লুর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই সেদিন সচেতন ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার পথ ধরে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা এবং আজকের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

কবীর চৌধুরী বলেন, বাঙালী জাতির চেতনা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তবুও আমাদের এখনও অনেকদূর যেতে হবে। বর্তমান সরকারের বেশ কিছু অর্জনের কথা উল্লেখ করে তিনি জননিরাপত্তা আইন সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতিবাচক মনোভাবের সমালোচনা করেন।

গাজীউল হক বলেন, সাম্প্রদায়িক চেতনায় পাকিস্তানের জন্ম। একুশে ফেব্রুয়ারি সেই চেতনায় প্রথম সফল আঘাত।

আমির হোসেন আমু বলেন, যারা '৫২, '৬৬ এবং '৭১ সালের চেতনা ভুলিয়ে দিয়ে '৪৭ সালের চেতনা ফিরিয়ে আনতে চায় তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান বলেন, ভাষাসৈনিক হাতেগোনা দু'একজন নয়। হাজার হাজার মানুষ সেদিন ভাষা আন্দোলন করেছেন যাঁদের অনেকেই এখন জীবিত। তাদেরও মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, অলি আহাদ ইতিহাস বিকৃত করে নতুন করে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে চান। তাঁরা কোন্ প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ সব করছেন তা জাতি জানে।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, '৭১, '৯০ এবং '৯৬ সালের পরাজিত শক্তি আমাদের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, যদি প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাসীদের বিচার সম্ভব তবে বিএনপি সরকার '৯২ সালে সন্ত্রাস দমন আইন করেছিল কেন।

সরদার ফজলুল করিম বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে দায়িত্বের— এ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

আবদুল জলিল বলেন, যে চেতনার জন্য '৫২ সালে ভাষাসৈনিকরা জীবন দিয়েছিলেন সেই চেতনার সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেই আমরা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, বিরোধী দল যতই দাবি করুক নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেও আমরা পদত্যাগ করব না।

অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'বঙ্গভাষার কন্যা' উপাধিতে ভূষিত করেন।